সুমিষ্ট চাইনিজ কমলায় আসাদের সাফল্য

দেশের মাটিতে বাণিজ্যিকভাবে সুমিষ্ট চাইনিজ জাতের কমলা চাষ করে সাফল্য পাচ্ছেন চুয়াডাঙ্গার চাষীরা। এদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত তরুণও আছেন। তাদেরই একজন জীবননগরের তরুণ চাষী মো. আসাদুজ্জামান। তার এ সাফল্যের গল্প শুনতে প্রতিদিনই দূর-দূরান্ত থেকে আগ্রহী চাষীরা ছুটে আসছেন তার কাছে।

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার ইসলামপুর গ্রামের মো. আসাদুজ্জামানের কমলা বাগানে গিয়ে দেখা যায়, গাছের ডালে থোকায় থোকায় ঝুলছে ছোট ছোট কমলা। চকচকে কমলা রঙের এ ফল দেখে যে কেউই অবাক হবেন। কারণ চায়না থেকে আমদানি করা ছোট জাতে যে কমলা আমাদের বাজারে পাওয়া যায়, সেই কমলাই এখন দেশের মাটিতে চাষ হচ্ছে। এ কমলা দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও তেমন সুস্বাদু ও সুমিষ্ট।

মো. আসাদুজ্জামান জানান, ২০১৯ সালে নিজের চার বিঘা জমিতে ১০০ চাইনিজ কমলার চারা রোপন করেন তিনি। সেসময় তিনি জানতেনও না, এ গাছে কেমন ফল হবে। প্রায় দু’বছরের মাথায় ২০০০ সালের শেষ দিকে গাছে ফল আসে। এতে আত্মবিশ^◌াসী হয়ে ওঠেন তিনি।

তিনি বলেন, এক বিঘা জমিতে কমলার আবাদ করতে প্রথম ১০/১৫ হাজার টাকা খরচ হয়। সামান্য কিছু পরিচর্যা করলেই এ চাষে সাফল্য আসে। কমলা চাষে পোকা-মাকড়ের আক্রমণও কম। একটি পূর্ণ বয়স্ক গাছ থেকে এক মৌসুমে ৩০-৩৫ কেজি কমলা পাওয়া সম্ভব।

জীবননগরের গোয়ালপাড়া গ্রামের জাহাঙ্গীর আলম সম্প্রতি ইসলামপুরের কমলা বাগানে আসেন আসাদুজ্জামানের সফলতা দেখতে। তিনি বলেন, ‘আমি নিজেও আধুনিক চাষাবাদের সাথে সম্পৃক্ত হতে ইচ্ছুক। এ কারণে জেলার যেখানেই ব্যতিক্রমী চাষাবাদের খবর পাই সেখানেই সেটি দেখতে যাই। আসাদুজ্জামানের কমলা বাগান দেখে আমি মুগ্ধ।’

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা সুফি মো. রফিকুজ্জামান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় কমলা চাষের সাফল্যে অনেকেই অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। এ কারণে এ চাষকে সম্প্রসারিত করার জন্য তারাও সব ধরনের পরামর্শ ও প্রচারণা চালাচ্ছেন। তাদের মতে, এ চাষ সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া গেলে দেশে

উৎপাদিত বিষমুক্ত ফল দিয়েই বিদেশী ফলের চাহিদা পূরণ করা যাবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড

চুয়াডাঙ্গার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মাঝারী শৈতপ্রবাহ। রবিবার জেলায় এ মৌসুমের সর্বনিম্ন তামপাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

শৈতপ্রবাহের প্রভাবে প্রচণ্ড শীতে এখানকার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। হাড় কাঁপানো শীতে জবুথবু হয়ে পড়েছেন খেটে খাওয়া ও ছিন্নমূল মানুষ। প্রচন্ড ঠাণ্ডায় সময়মত কাজে যেতে পারছেন না তারা। ঘন কুয়াশা ও হিমেল হাওয়া অনুভূত হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়অ অফিস সূত্র জানায়, কয়েকদিন ধরে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সূর্যের দেখা না মেলায় নিম্ন আয়ের মানুষদের দুর্ভোগ বেড়েছে।

এ দিকে শীতজনিত রোগে হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। এরমধ্যে বেশির ভাগই শিশু ও বয়স্ক।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সামাদুল হক জানান, রবিবার সকাল ৯টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটাই জেলায় এ মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এ তাপমাত্রা আরও কমতে পারে বলেও জানান তিনি।

দর্শনায় ৪র্থ বার মেয়র নির্বাচিত হলেন মতিয়ার রহমান

নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে দর্শনা পৌর নির্বাচন। এ নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে নোকা প্রতীক নিয়ে ৪র্থ বার মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন মতিয়ার রহমান।

ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে হাবিবুর রহমান বুলটের ভরাডুবি হয়েছে। স¦তন্ত্র প্রার্থী জামায়াত নেতা আশকার আলী রয়েছেন ৩য় অবস্থানে। গতকাল শনিবার সকাল ৮ টা থেকে বিরতিহীনভাব বিকাল ৪ টা পযন্ত ভোট গ্রহণ করা হয়।

এ নির্বাচনে দর্শনা পৌর মেয়র পদে ৩, সংরক্ষিত মহিলা আসনের কাউন্সিলর পদে ৮ ও সাধারণ কাউন্সিলর পদে ৩৯ জন প্রার্থী ভোট যুদ্ধে লড়াই করেন। সুষ্টু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে ৯ টি ওয়ার্ডে ৯ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, অসংখ্য পুলিশ-আনসার ছাড়াও মাঠে ছিলো ৩ প্লাটুন বিজিবি ও ২ প্লাটুন র্যাব। এ ছাড়া চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা পরিদর্শন করেছেন।

এবারের নির্বাচনে ৯টি ওয়ার্ড, ১৬ টি ভোট কেন্দ্রে ও ৮২ টি বুথে গোপন ব্যালোটের মাধ্যম ভোট গ্রহণ করা হয়েছে। দর্শনা পৌরসভায় মোট ভোটারের সংখ্যা ২৭ হাজার ৫২০জন। ভোট পোল হয়েছে ১৯ হাজার ৬৫৩ ভাট। বাতিল হয়েছে ২৯০ ভোট। এ নির্বাচনে আ. লীগ মনোনীত মতিয়ার রহমান নৌকা প্রতীকে ১৭ হাজার ৭৩৬ ভোট পেয়ে ৪র্থ বারের মতো মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদদ্বী ধানের শীষ প্রতীকে হাবিবুর রহমান বুলেট পেয়েছেন ১ হাজার ১৯৪ ও সতন্ত্র প্রার্থী জামায়াত নেতা আশকার আলী মোবাইল ফোন প্রতীকে পেয়েছেন ৪৩৩ ভোট।

এ দিক বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে সাংবাদিক সম্মলনের মাধ্যমে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী হাবিবুর রহমান বুলেট। তিনি ক্ষমতাশীন দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধ অভিযোগ তুলেই নির্বাচন বর্জন করেছেন। এ দিক ১, ২ ও ৩ নং সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড বিলকিছ খাতুন (চশমা) প্রতীক ৩৪৩১ ভোট, ৪,৫ ও ৭ নং ওয়ার্ড

[illegible] [illegible] (1999) [illegible] [illegible] [illegible] 0 0, 0 0 0 00 [illegible] [illegible] [illegible] (2000) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 0 00 [illegible] 00 [illegible] [illegible] (2000) [illegible] [illegible], 0 00 [illegible] [illegible] [illegible] (2000) [illegible] [illegible], 0 00 [illegible] [illegible] 00 [illegible] (2000) [illegible] [illegible], 0 00 [illegible] [illegible] [illegible] (2000) [illegible] [illegible], 0 00 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (2000) [illegible] [illegible], 0 00 [illegible] [illegible] [illegible] (2000) [illegible] [illegible], 0 00 [illegible] [illegible] [illegible] (2000) [illegible] 0 0 00 [illegible] [illegible] [illegible] (2000) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কুদ্দুস, বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিউর রহমান জোয়ার্দার সুলতান, বীর মুক্তিযোদ্ধা রবিউল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান লাল্টু, বীর মুক্তিযোদ্ধা মইনদ্দিন আহম্মদ, প্রেস ক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম।

সভায় মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়েরবিধি অনুসারে যাচাই-বাছাই কার্যক্রম চালানো হয়েছে বলে সদস্য সচীব উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলী জানান। মোট ১শত ৩৮ জনের মধ্যে গতকাল শনিবার ৭০ জনের যাচাই করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় বিটিএফ প্যারামেডিক্যাল ও নার্সিং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন

আলমডাঙ্গায় বিটিএফ প্যারামেডিক্যাল ও নার্সিং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন করেন উপজেলা স্বাস্থ প.প. কর্মকর্তা ডাঃ হাদী জিয়াউদ্দিন আহম্মেদ।

গতকাল বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে আলমডাঙ্গা স্টেশন রোডে অবস্থিত বিটিএফ প্যারামেডিক্যাল ও নার্সিং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক শাহাবুল হক। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্লাসের উদ্বোধন করেন ডাঃ হাদী জিয়াউদ্দিন আহম্মেদ।

তিনি বলেন আপনারা যারা এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছেন তাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা ঠিক ভাবে ক্লাস করবেন, হাতে কলমে কাজ শিখে নেবেন, আমাকে যখন ডাকবেন তখনই আমাকে পাবেন।

আজ আমি এসেছি, আপনাদের দেখতে, কারণ এই প্রতিষ্টানের নাম করে যেন

কেউ প্রতারণা না করতে পারে। গ্রামের মানুষের সেবা করবেন, এতে অর্থও পাবেন, পাশাপাশি মানুষের সেবা করাও হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রেস ক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, জেলা পরিষদ সদস্য মিজানুর রহমান, পরিবার পরিকল্পনা অফিসের কর্মকর্তা শফিউদ্দিন, প্রেস ক্লাবের যুগ্ম-সম্পাদক প্রশান্ত বিশ্বাস। রেজাউল হকের উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষক রাজু আহম্মদ, গোলাম রহমান সদু, ফয়সাল আহম্মদ প্রমুখ।১৬ জন ছাত্র নিয়ে ক্লাস শুরু হয়।

দর্শনা পৌর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়

তৃতীয় ধাপের পৌরসভা নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকার প্রার্থী বর্তমান মেয়র মতিয়ার রহমান আবারও মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন।

তিনি ১৭ হাজার ৭৪২ ভোট পেয়ে বেসরকারি ভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিন্দ্বন্দ¦◌ী হাবিবুর রহমান বুলেট পেয়েছেন ১ হাজার ৯১ ভোট ও জামায়াত সমর্থীত স্বতন্ত্র প্রার্থী আশকার আলী পেয়েছেন ৪১৮ ভোট।

এর আগে বেলা ১১ টার দিকে বিএনপির মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী হাবিবুর রহমান বুলেট ভোট বর্জন করেন। তার নির্বাচনী অফিসে সংবাদ সম্মেলনে জানান, দলীয় নেতাকর্মী সমর্থক দের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাঁধা দেওয়া, ভয় দেখানো ও কেন্দ্র থেকে তার এজেন্টদের বেরকরে দেওয়ার কারণে ভোট বর্জন করা হলো।

গতকাল শনিবার সকাল ৮ টা থেকে ৯টি ওর্য়াডে ১৬ টি কেন্দ্রে ৮২ টি বুতে গোপন ব্যলটের মাধ্যমে বিকাল ৪টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ চলে। শনিবার রাতে জেলা নির্বাচন অফিসার ও রিটানিং কর্মকর্তা তারেক আহম্মেদ ফলাফল ঘোষণা করেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার নির্বাহী ম্যাজিট্রেট দিলারা রহমান বলেন, ভোট কেন্দ্র ও এর আশপাশে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গ্রহণ করা হয়েছে। কোন কেন্দ্রে কোন ধরণের অনিয়ম হয়নি বা কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

জীবননগর পৌর নির্বাচনে সাংবাদিক জামাল হোসেনের গণসংযোগ

আসন্ন জীবননগর পৌর নির্বাচনে কাউন্সিলর পদ-প্রার্থী সাংবাদিক জামাল হোসেন খোকনের নির্বাচনী গণসংযোগ করলেন জীবননগর উপজেলার সকল সাংবাদিক।

গতকাল বিকাল ৪টা থেকে রাত পর্যন্ত জীবননগর পৌর সভার ৫নং ওর্য়াডের বিভিন্ন স্থানে কাউন্সিলর পদ-প্রার্থী জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক জামাল হোসেন খোকনকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার জন্য ভোটারদের দারে দারে গিয়ে ভোট চাইলেন জীবননগর উপজেলায় কর্মরত সকল সংবাদকর্মী।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এম আর বাবু, জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু, সাংবাদিক শামসুল আলম, ফয়সাল মাহতাব মানিক, কাজী শামসুর রহমান, মিঠুন মাহমুদ, হুমায়ন কবির, মাজেদুল মিল্টন, চাষী রমজান, এ আর ডাবলু, মুতাসিন, রমজান হোসেন প্রমুখ।

একই ভাবে গত শুক্রবার বিকালে জীবননগর পৌর সভার ৩নং ওর্য়াডের কাউন্সিলর পদ-প্রার্থী ও বর্তমান কাউন্সিলর সাংবাদিক আতিয়ার রহমানের পক্ষেও নির্বাচনী গণসংযোগ করেন সাংবাদিক মহল ।

জীবননগরে শীতার্ত মানুষের মাঝে চাদর বিতরণ

জীবননগরে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীত নিবারনের জন্য চাদর বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জীবননগর শহরসহ উপজেলার ৩০ জন মানুষের মাঝে এ চাদর বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস.এম মুনিম লিংকন, উপজেলা সমবায় অফিসার মতেহার হোসেন, সেচ্ছাসেবী সংগঠন শিকড় সমাজকল্যাণ সংস্থার চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিঠুন মাহমুদ, জীবননগর উপজেলা শাখার সভাপতি তুহিনুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক লাবনী, সদস্য ঐশ্বর্য সাহা, এ আর ডাবলু, মুতাসিন হোসেন প্রমুখ।

দর্শনা পৌরসভা নির্বাচন, বিএনপি প্রার্থীর ভোট বর্জন

বিএনপি প্রার্থীর ভোট বর্জনের মধ্য দিয়ে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌরসভার নির্বাচন শেষ হয়েছে। নির্বাচন চলাকালে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে ভোটগ্রহণ।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌরসভার মেয়র পদে প্রার্থী ছিলেন তিনজন। এরা হলেন, আওয়ামীলীগ মনোনীত মতিয়ার রহমান (নৌকা), বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রহমান (ধানের শীষ) ও স্বতন্ত্র প্রার্থী আশকার আলী (মোবাইলফোন)।

নির্বাচনে ভোটগ্রহণ চলাকালে বেলা পৌনে ১২টায় ধানের শীষের প্রার্থী হাবিবুর রহমান দর্শনা পুরাতন বাজারে এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ভোটবর্জনের ঘোষণা দেন। তিনি অভিযোগ করেন, অনেক ভোটকেন্দ্র থেকে তার নির্বাচনী এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়েছে।

সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে না।

এজন্য তিনি ভোটবর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বেলা চারটায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নির্বাচনী এলাকায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। এ নির্বাচনে মেয়র পদে তিনজন, সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে আটজন ও কাউন্সিলর পদে ৩৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অফিস’র উদ্বোধন

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের উদ্যোগে নির্বাচনী অফিস এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে পৌর এলাকার মিয়াপাড়ায় এ নির্বাচনী অফিস এর উদ্বোধন করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু।

এ সময় তিনি বলেন নৌকা স্বাধীনতার প্রতীক, নৌকা বঙ্গবন্ধুর প্রতীক, নৌকা জননেন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতীক, নৌকা বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুনের প্রতীক।

আপনারা আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারীর পৌর নির্বাচনে নৌকাকে বিজয়ী করে আলমডাঙ্গা পৌর সভার উন্নয়নে সাহায়তা করবেন। আমি ইতোমধ্যে ৩৩টি রাস্তার নির্মাণ কাজ শুরু করেছি, বৈশ্বিক মহামারির কারণে আমরা কিছুটা পিছিয়ে গেছি, তারপরও পানির লাইনের কাজ টেন্ডার হয়ে গেছে, ড্রেনের কাজ চলছে।

আগামীতে একটা নতুন মেগা প্রকল্পে আমরা ঢুকবো, সেটা হলে আলমডাঙ্গা মডেল পৌর সভা হিসেবে আখ্যা পাবে। মানুষ মাত্রই ভুল ত্রুটি হয়, আমরও হতে পারে, আমি আপনাদের কাছে মনের অজান্তে যদি কোন ভুল করি তবে নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি জাহাঙ্গীর

আলম। এছাড়াও, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সহ-সভাপতি হামিদুল ইসলাম, যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী খালেদুর রহমান অরুন, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, যুগ্ম-সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন। সাবেক জেলা ছাত্রলীগের নেতা ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোল্লা আবু জাফরের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন,

জেলা মৎসজীবী লীগের আহবায়ক শাহাবুল হক, উপজেলা আহবায়ক রেজাউল হক, জেলা পরিষদ সদস্য মিজানর রহমান, ওলিউল্লাহ, এ্যাডঃ মখলেছ উদ্দিন, মুছা হক, মাজেদ ভুইয়া, প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক, যুব লীগ নেতা কাজী চন্দন, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি নয়ন সরকার, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের যুগ্ম-সম্পাদক হাসানুজ্জামান, আব্দুল মজিদ, সোনা উল্লা, মজিবুল হক প্রমুখ।

এরপর আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার ৬নং ওয়ার্ডের অফিস উদ্বোধন করা হয়।